২৪-১২-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - দান করে দেওয়া জিনিস কখনো ফেরত নিও না , যদি ফেরত নাও তাহলে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ লেগে যাবে । "

প্রশ্ন :- কোন্ বিষয়ে নিশ্চিত হলে যে কোনো বিরোধীতার মোকাবিলা করতে পারবে ?

উত্তর :- যদি নিশ্চিত হতে পারো যে ,আমরা ভগবানকে পেয়েছি , তাঁকে স্মরণ করে আমাদের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে , বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে তাহলে এই বিরোধীতা শেষ হয়ে যাবে । মোকাবিলা করার শক্তিও এসে যাবে । এই নিশ্চয়তা কম হয় তাই তোমরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যাও । তখন জ্ঞান ছেড়ে ভক্তিতে লেগে যাও ।

গীত :- তুম্হে পা কে হমনে জাহান পা লিয়া... তোমাকে পেয়ে আমরা সমস্ত জগত পেয়ে গেছি।

ওম্ শান্তি । এই গান কে শুনছে ? বাচ্চারা শুনছে তারাই এর অর্থ বুঝতে পারছে । যে প্রজারা এই কথা শোনে তারাও এই বিশ্বের মালিক হতে পারে । যেমন ভারতবাসীরা বলে আমাদের ভারত , তেমনই সেখানে যথা রাজা রাণী তথা প্রজা হবে , সবাই নিজেদের এই বিশ্বের মালিক ভাববে । যেমন ইউরোপবাসীরা যখন এসেছিল তারাও বলেছিল আমরা এই হিন্দুস্থানের মালিক । সেই সময় হিন্দুস্থানীরা বলেনি যে আমরা এই হিন্দুস্থানের মালিক । তারা তখন গোলাম । এই হিন্দুস্থানের রাজত্ব তখন ব্রিটিশদের হাতে ছিল । তারপর আমাদের রাজ্য ভাগ্য রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছিল । এখন আমাদের নিজেদের রাজ্য চাই । এ হলো পরের রাজ্য । এই গায়নও আছে যে দূরদেশের অধিবাসী । এখন তোমরা নিজেদের রাজ্য নিচ্ছ । তোমরা তোমরা কারোর জন্যই লড়াই ঝগড়া করো না । তোমরা নিজেদের জন্যই সমস্ত কিছু করো । সেনারা লড়াই করে তাদের প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের জন্য । এরাই তো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয় এই বিষয়ে তাদের নেশা থাকে তবুও তারা বলে এই ভারত আমাদের । কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথা জানে না যে এ আমাদের রাজ্য নয় । এ হলো রাবণের রাজ্য যেখানে আমরা আছি । রামরাজ্যে এইকথা কেউ বলবে না যে এ আমাদের পরের রাজ্য । এখন ভারতের ওপর সম্পূর্ণ রাবণের রাজত্ব চলছে । রাম রাজ্য ছিলো , দেবতাদের রাজ্য ছিল, এখন তা আর নেই । তোমরা জানো যে 5000 বছর বাদে আমরা আবার রামরাজ্য নিচ্ছি । কার থেকে ? পরমাত্মা বাবার থেকে । রাম অক্ষর বললে মানুষ দ্বিধায় পড়ে তাই বেহদের বাবা বলাই উচিত হবে ।"বাবা " এই অক্ষর খুবই মিষ্টি । বাবাই বর্সা বা সম্পত্তির কথা মনে করিয়ে দেন । এক বাবা ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে । আমরা আত্মারা বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছি । বাবা এসেই তোমাদের আত্ম - অভিমানী বানান । আমরা সকলেই আত্মা । আত্মা কত ছোটো , অতি সুক্ষ্ম । এরমধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতেই পারে না । না কাউকে বোঝাতে পারে । বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছে তা কতো সহজ । কিন্তু মায়া সবকিছু ভুলিয়ে দেয় তাই বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয় । এই পরিশ্রমে কোনো হাতিয়ার বা গোলা বারুদের কথা থাকে না । এতে না কোনো ড্রিল শিখতে হবে না কোনো শাস্ত্র পড়তে হবে । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা যা শোনাচ্ছেন তা ধারণ করতে হবে । আমরা এখন নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য নিচ্ছি । যেমন নাটকে কোনো অভিনেতা তার অভিনয় করে বেশ বদল করে

ঘরে যায় , তেমনই তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । এখন অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে । আমরা প্রতি ৫০০০ বছরের পরে এই অভিনয় করে থাকি । অর্ধেক কল্প আমরা রাজত্ব করি আর অর্ধেক কল্প আমরা গোলাম হয়ে থাকি । বাবা বাচ্চাদের খুব বেশী পরিশ্রম করান না । বুদ্ধিতে কেবল বাবার কথা স্মরণ থাকতে হবে । পুরুষার্থ করে যতটা সম্ভব বাবার কথা ভুলবে না । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । বাকি অল্প সময় আছে ,আমাদের চলে যেতে হবে । এমনভাবে তোমরা নিজেদের সাথে কথা বলে পবিত্র হয়ে ঘরে চলে যাবে । প্রত্যেক বাচ্চা জানতে পারে যে তারা বাবাকে কতটা স্মরণ করছে , কেউ চার্ট লিখুক বা না লিখুক । কিন্তু বুদ্ধিতে তো এই কথা থাকেই । সারাদিনে আমরা কি কি করেছি । যেমন ব্যবসায়ীরা তাদের রোজগারের টাকা রাত্রে গুণে দেখে । এও একধরনের ব্যবসা । রাত্রে শোয়ার সময় বিচার করতে হয় ,সারাদিনে বাবাকে কতটা স্মরণ করলাম । কতজনকে বাবার পরিচয় দিলাম । যারা হুঁশিয়ার তারা এই কাজ ভালোভাবে করতে পারে । আর বোকা হলে এই কাজ ভালোভাবে করতে পারবে না । এখানে তো নিজের কামাই করতে হবে । বাবা কেবল বলেন – আমাকে স্মরণ করো , চক্রকে স্মরণ করো , তাহলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এতে অতিরিক্ত আশা রাখবে না । গ্রামে থাকা লোকজনের আশা কম থাকে , সাহুকারদের অনেক আশা থাকে । গরীবরা তাদের গরীব অবস্থায়ও খুশী থাকে । তাদের শুকনো রুটি খাবার অভ্যাস হয়ে যায় । সাহুকারদের অনেক ইচ্ছে থাকে । তারা তাদের ইচ্ছাপূর্তির জন্য বাবা মাকেও বিরক্ত করে । বাবা হলেন অনুভবী । তাঁর গরীবের উপর দয়াও হয় । গরীব যখন দেখবে , বড় মানুষরা জ্ঞানের কথা শুনছে তখন তারাও শুনবে । বাবা তো অনেক চিত্রই বানিয়েছেন । কেউ কেউ বলবে আমরা সেবার কাজ করতে চাই । বাবা বলেন প্রথমে তুমি হুঁশিয়ার হও তারপর সেবাকাজে যাও কেননা আজকাল ভক্তিরও অনেক জোর । একদিকে তোমরা বোঝাবে অন্যদিকে গুরুদেরও অনেক জোর চলে । তারা ভয় দেখিয়ে দেয় – তোমরা যদি ভক্তি না করো তাহলে ফল কেমন করে পাবে । ভক্তিতেই তো ভগবানকে পাওয়া যায় । *যতক্ষণ এই জ্ঞান পাকা হয়ে যায় , পুরো নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমরা ভগবানকে পেয়েছি , তিনি আমাদের বলছেন যে , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । যখন এই কথা পাক্কা নিশ্চিত হবে তখনই কেউ সামনে এলে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে পারবে* । তোমাদের মধ্যেই বিরোধীপক্ষ আছে । তোমরা এক কথা বলবে , তারা আবার আর এক কথা বলবে । দুনিয়াতে অনেক মঠ , এবং পথ আছে , যেখানে মানুষ গিয়ে কিছু না কিছু শুনে আসে । গীতারও যখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ শোনানো হয় , তখন মানুষও সেই ফাঁদে পড়ে যায় । সন্ন্যাসীরা কখনোই গৃহস্থদের বলবে না যে তোমরা বিকারে যেও না । যদিওবা তারা বলে যে নির্বিকারী হও , তাতেই বা কি হবে ? কোনো লক্ষ্য তো কিছু নেই । উল্টো পথ দেখানোর লোক দুনিয়ায় অনেক আছে । সত্যিকারের পথ বলার লোক কম । তাদের উপরও মায়ার অনেক আঘাত আসে । মন বলতে থাকবে যে পবিত্র হই , কিন্তু মায়া বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেবে । মায়া অনেক খারাপ চিন্তা ভাবনা এনে দেবে । মায়ার এই লড়াই অনেক বড় । পথ চলতে চলতে অনেক ঝড় আসে । যদি কোনো বিকারের ভুত মাথায় থাকে তাহলে মনের অনেক চঞ্চলতা আসবে । যদি তোমরা কাউকে বলো যে ক্রোধের দান করো , অথচ নিজে ক্রোধ করতে থাকো তাহলে তারা বলবে , তুমি নিজে ক্রোধ করো আর আমাদের কিভাবে বলছো ? তাই এই ক্রোধকেও ত্যাগ করতে হবে । এই ক্রোধ তো কখনো লুকিয়ে করা যায় না । ক্রোধ করলে তো মানুষ অনেক চিত্কার করে । নিজেদের মধ্যে লড়াইও করে । একজন অন্যজনকে গালিও দেয় । বাবা দেখেন যে ক্রোধের ভুত বেরোতেই চায় না । কেউকেউ এখানে বাবার সামনে থেকেও ক্রোধ করে ফেলে । অনেকের মধ্যে ক্রোধের ভুত এসে যায় , এ খুবই খারাপ । এই ক্রোধ সবসময় মানুষকে বিচলিত

করে । বাবা তো তাই ভালোবেসে বোঝান । যদি নাম বদনাম করো তাহলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । এই কথা তো বোঝানো চাই যে তোমরা যখন ৫ বিকার যখন বাবাকে দান করে দিচ্ছো , তাহলে আবার ফেরত নিচ্ছো কেন ? আবার যদি তোমরা ক্রোধ করো তাহলে এই গ্রহণ ছাড়বেই না । তখন এই বিকার বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবার আশীর্বাদের বদলে শাপগ্রস্থ হয়ে যাবে কারণ বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন । এও এই নাটকে নথিভুক্ত আছে । ক্রোধ করা , এও একধরনের পাপ , আর যার ভিতর ৫ বিকার আছে তাকে পাপাত্মা বলা হয় । সত্যযুগে সবাই হলো পুণ্য আত্মা । সেখানে কেউই পাপ করে না । এখন তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের অনেক পাপের বোঝা মাথার ওপর জমা আছে । প্রথমে তা যোগবলে কাটাতে হবে । মায়া খুবই খারাপ । লোভ অনেকের মধ্যেই আছে । কাপড় , জুতো , পাই - পয়সার লোভও আছে , তাই মিথ্যা কথা বলতেই থাকে । এ হলো লোভের নিদর্শন ।এখানে তো সবকিছুই পাওয়া যায় । বাইরে ঘরে ঘরে অশান্তি লেগেই আছে । সঙ্গও খুব খারাপ । পতি ব্রাহ্মণ তো স্ত্রী শূদ্র । স্ত্রী ব্রাহ্মণী তো পতি শূদ্র । ঘরে হাঁস আর বকের মধ্যে খুবই খিট খিট চলতে থাকে । নিজেকে শান্ত রাখার উপায় রাখতে হবে । ঘরবাড়ি ছাড়ার অনুমতিও বাবা দেন না । এমন অনেক আশ্রম আছে , যেখানে সন্তান - সন্ততি নিয়েও মানুষ গিয়ে থাকে । শেষে খিট খিট তো সব জায়গায় চলতেই থাকে । কোথাও শান্তি নেই । সত্যিকারের সুখ - শান্তি , পবিত্রতা ২১ জন্মের জন্য তোমরা বাচ্চারা এখন পাচ্ছো । এমন মত আর কেউই দেবে না । বাবা বলেন যে আমি কতো দূরদেশ থেকে এখানে সার্ভিস করতে আসি । তোমাদেরও এই সার্ভিস করতে হবে । প্রদর্শনী বা মেলায় অনেকেই বুঝতে পারে না । যদিও গভর্নর দিয়েও উদ্বোধন করা হয় তবুও মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা আসে না যে এদের সকলকেই পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান , যাঁর কাছ থেকে এই বিশ্বের বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । মানুষ কেবল বলে এগুলো খুব ভালো । মায়েরা খুবই ভালো কর্তব্য পালন করে , তারা সকলকে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করছেন । যদিও এই কথা লেখে যে আমি মানি যে গীতা ভগবান বলেছেন । লেখে কিন্তু বুদ্ধিতে এই কথা বসে না , না এই কথা বোঝার জন্য পুরুষার্থ করে । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো ,তাহলে তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে পারবে । এই খবর সকলকে শোনাতে হবে । তোমরা হলে পয়গম্বরের সন্তান বাকি অন্যরা হলো ধর্মস্থাপক । তোমরা সকলকে এই খবর শোনাও যে বাবা নতুন দুনিয়া অর্থাত্ স্বর্গ স্থাপনা করছেন । বাবা বলেন যে, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো তাহলে সেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । প্রতি মূহুর্তে তোমাদের এই খেয়াল রাখা চাই । যোগ বা জ্ঞানে কাঁচা হওয়ার কারণে তোমরা কাজ কারবারে চলে যাও তখন তোমরা সবকিছু ভুলে যাও । তবুও যা কিছু মহাবাক্য তোমরা শোনো সেইসব ব্যর্থ হয় না । এক একটা রত্নও কম নয় । একটি রত্নও তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিতে পারে । এই গায়নও আছে যে , আমাদের ভারত খুব উঁচু দেশ । তোমরা জানো যে আমাদের ভারত একদিন স্বর্গ ছিল , আজ নরক হয়ে গেছে । এখন বাবা তোমাদের বলছেন , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । প্রজা তো অনেকই তৈরী হয় । এর বৃদ্ধিও হতে থাকে । সেন্টারও নতুন অনেক খুলছে । বাবাও বলেন তোমরা গ্রামে গিয়ে সেবা করো । এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে সবাই মিলেমিশে ক্লাস করে । আবার বাবাকেও পত্র লেখে । তোমাদের বাচ্চাদের কাজ হলো ব্রাহ্মণ ধর্মকে বাড়ানো যাতে সব মানুষ দেবতা হতে পারে । এখানে যারা আসবে তারা অন্য কোনো সত্সঙ্গে ফাঁসবে না । এখানে মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার । এই বিষয়েই বাবা বাচ্চাদের ,স্ত্রী পুরুষের বা পুরুষ স্ত্রীর শত্রু হয়ে যায় । গভর্নমেন্টও বলে , এরা কি করছে ? এ কেন হচ্ছে ? কিন্তু ধর্মতে নাক গলাতে পারে না । স্বরাজ্য তো স্থাপন করে নেবেই । প্রথমে যে লড়াই হয়েছিলো আর এতে রাত দিনের তফাত । এই বোম্ব প্রথমে ছিলো না । তোমরা

জানো যে তোমাদের রাজ্যে লড়াইয়ের নাম - নিশানা থাকবে না । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো সুখ আর দ্বাপর আর কলিযুগ হলো দুঃখের । নতুন দুনিয়া আর পুরোনো দুনিয়া । দুনিয়া কিন্তু এক যা নতুন থেকে পুরোনোতে পরিবর্তিত হয় । এখন এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে নতুন হতে চলেছে । এই পুরোনো দুনিয়া কোনো কাজের নয় তাই নতুন দুনিয়া চাই । দিল্লীতে কতবার নতুন মহল তৈরী হয়েছে । যারা নতুন আসে তারা আগের সমস্তকিছু ভেঙ্গে নিজেদের মতো বানায় , স্মরণীয় করে রাখার জন্য । যখন বড় লড়াই লাগবে তখন এই সমস্তই ভেঙ্গে যাবে । তারপর নতুন দুনিয়ায় তোমরা নতুন মহল বানাবে । যারা যত বেশী পড়বে তারা তত উঁচু পদ পাবে । কেউ ভালো পড়ে আবার কেউ বা কম । এ তো চলতেই থাকবে । তোমরা বাচ্চারা এই কথা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখো যে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো । এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে । এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো , এমন চূড়ান্ত অবস্থা যদি হয়ে যায় , তবে আর কি চাই । এই অবস্থায় যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তবে সেও অনেক উঁচু কুলে জন্ম নেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কামাই জমা করার জন্য বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । মায়ার কবলে কখনো যেও না । খুব বেশী আশাও রেখো না ।

২) মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য ব্রাহ্মণ ধর্মকে বাড়াতে হবে । গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান :- এভাররেডি হয়ে যে কোনো পরিস্থিতিরূপী পেপারে সম্পূর্ণ পাশ করে এভার হ্যাপি হও ।

যে এভাররেডি তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ হবে এভারহ্যাপি । যে কোনো পরিস্থিতিরূপী পেপার বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আসা পেপার বা যে কোনো শারীরিক কর্মভোগরূপী পেপার যদি আসে - এই সমস্ত পেপারে সম্পূর্ণ পাশ যে করতে পারবে , তাকেই এভাররেডি বলা হবে । যেমন সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না , তেমন কোনো বাধাই তোমাদের আটকাতে পারবে না , মায়ার স্থূল বা সুক্ষ্ম বিঘ্ন যখন এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে তখনই এভারহ্যাপি থাকতে পারবে ।

স্লোগান :- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব শক্তিকে কাজে লাগানো অর্থাত্ সর্বশক্তিমান হওয়া ।